আকাশকুসুমের রাজনীতি : কালচারাল স্টাডিজ প্রসঙ্গে দু-চার কথা

মানস রায়

[মানস রায়ের ইংরেজি-বাংলা মেশানো পূর্ণাঙ্গ বক্তব্য এখানে উপস্থাপিত হল। ইংরেজি অংশগুলির শেষে আমার লেখা সরল বাংলা চুম্বক সবাইকে মূল ইংরেজি অনুচ্ছেদগুলি পাঠে উৎসাহিত করবে— এই আশা। লেখককে সমাপ্ত কাজটি দেখানোর সুযোগ ঘটেনি। তিনি এই প্রসঙ্গকে কেন্দ্র করে (বিশেষত উপসংহারের অংশটুকু নিয়ে) বিস্তারিত চিন্তা ও অনুশীলনের জন্য প্যারিসে গেছেন। —উৎপলকুমার বসু]

১. মানস রায়ের স্ব-লিখিত প্রস্তাব (মূল : বাংলা)
২. ভাবা'জ ভাবনা (মূল : ইংরেজি)
৩. ভাবা-র ভাবনা (চুম্বক : বাংলা)
৪. ভাবা-র ভাবনা : মানস রায়ের প্রতিক্রিয়া (মূল : বাংলা)
৫ ক. থিয়োরী ইন ক্রাইসিস (মূল : ইংরেজি)
৬. পোস্ট-কলোনিয়ালিটি : অফ টেরিটরিস অ্যান্ড স্ট্রাইফ্স (মূল : ইংরেজি)
৬ ক. উত্তর-ঔপনিবেশিকতাবাদ : সংঘর্ষ ও স্থানাঙ্ক নির্ণয় (চুম্বক : বাংলা)
৭. ইনটারোগেটিং পোস্ট-কলোনিয়ালিটি (মূল : ইংরেজি)
   ১। ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ক্যারেকটার
   ২। এসথিটিসাইজড অ্যাজেন্ডা
   ৩। ডিপ্লয়মেন্ট অফ পাস্ট
   ৪। কোয়েশ্চেন অফ গভর্নমেন্ট
   ৫। পলিসি কনসিডারেশন
   ৬। কনক্লুশন : টুওয়ার্ডস এ নিউ এথিকস্ অফ সোস্যাল লাইফ
৭ ক. উত্তর-ঔপনিবেশিকতাবাদকে জেরা (চুম্বক : বাংলা)
   ১। প্রথম-বিশ্ব চরিত্র
   ২। এক নন্দনায়িত বিষয়সূচী
   ৩। অতীতকে কাজে লাগানো
   ৪। সরকার (গভর্নমেন্ট) বিষয়ক প্রশ্ন
   ৫। নীতি নির্ধারণ
   ৬। উপসংহার : সামাজিক জীবনে এক নবনৈতিকতার দিকে যাত্রা।

☐ এক যে ছিল পুকুর ☐

শহর প্রান্তে এক উদ্বাস্তু বসতি। বসতির মাঝখান দিয়ে চলে গেছে লম্বা টানা রাস্তা। জবরদখল বাড়িগুলির ঠিকানা কলোনীর নামে, কেনা প্লটে বাবু-বাড়িগুলির ঠিকানা অবশ্য রাস্তার নামে। কলোনীর প্রান্তে ছিল এক মস্ত পুকুর।

আকারে আয়তনে সে যেমনি ঢাউস, মেজাজও ছিল তার আর-দশটা পুকুরের চেয়ে আলাদা। এসবই আমার ছেলেবেলার ফেলে আসা কথা। স্কুলে যাবার পথে দেখতাম পুকুরের একধারে ধোপারা কাপড় কাচছে। ভাসছে হাঁস, কোথাও বা হয়তো বাচ্চারা জলে লুটোপুটি খাচ্ছে। পুকুরের গায়ে কোথাও পড়েছে হিজল-বটের শ্যামলা ছায়া, কোথাও বা কচুরি-পানার মাঝে বেগুনি ফুল।

এসবের অনেকটাই আজ ইতিহাস। পুকুরটা ছিল স্থানীয় মাফিয়া জমিদার সরকার-মশায়ের। বিস্তর প্রতিপত্তি ও অনেক লেঠেল সত্ত্বেও উদ্বাস্তুস্রোতের কাছে তিনি হার মানতে বাধ্য হন। বিকিয়ে যায় একেবারে বিনামূল্যে তাঁর সাম্রাজ্যের সিংহভাগ। দিশেহারা অথচ ঐক্যবদ্ধ মানুষের কাছে তাঁর লেঠেলদের মুহুর্মুহু হানাদারি কোনো কাজে আসে না। এসব কথা আজ লোকস্মৃতি।

আমরা বড় হয়ে যে সরকার-মশাইকে দেখেছি তাঁকে দেখে পুরনো মানুষটাকে চেনার উপায় নেই। বিষয়-সম্পত্তি খুইয়ে তার চেহারায় তখন গভীর উদ্বাস্তু-ছাপ। যাক, যে-কোনো কারণেই হোক ভদ্রলোক মারা যাবার আগে ঐ পুকুরটা কলকাতা করপোরেশনকে দিয়ে যান। শর্ত ছিল, করপোরেশন পুকুরের দেখভাল করবে, তৈরি হবে একটা সুইমিং পুল এবং আরো কত কী।

পুকুরের শেষ প্রান্তে পাড়ার বাজার। পাড়ার বাজার হলেও তার চেহারাটাও ছিল বেশ বড়সড়, কারণ বে-পাড়ার লোকেরাও অনেকে আসত। মেজাজে কিছুটা গ্রামীণ এই বাজারে ঢুকতেই পাওয়া যেত সোঁদা গন্ধ। শুধু মাছের বাজারটা ছিল বাঁধানো। আর আলু-পেঁয়াজ-রসুনের একটা চত্বর ছিল ঘুটঘুটে অন্ধকার, যেখানে খবরের কাগজ জড়ানো বাল্ব জ্বলত।

সাতাত্তরে গেল সব পালটে।

নতুন এম. এল. এ এলেন। তিনি মন্ত্রী হলেন। নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ঐ বাজারটিকে ভেঙে ফেলা হল। কেউ কিছুই বলল না, কেননা তখন স্বপ্ন দেখার কাল। ওখানে মাল্টি-স্টোরিড পাকা বাজার গড়বে। শুরু হল মাটি কাটা, লরি ভর্তি এল ইঁট, সিমেন্ট, বালি, লোক, লোহা-লক্কর। প্রথম ক'দিন কাজকর্ম, হৈ হৈ চলল। তারপর নিস্তরঙ্গ ভাঁটা।

উনিশশো পঁচানব্বইয়ে আজ দেড়তলায় দাঁড়িয়ে আছে প্রতিশ্রুত মাল্টিস্টোরিড শপিং কমপ্লেক্স। 'নিস্তরঙ্গ' বলাটা বোধহয় ঠিক নয়, মাঝে মাঝে বিকেলের দিকে যখন ও-চত্বর দিয়ে হেঁটে যাই তখন দেখি দু একটা মিস্ত্রি কী যেন ঠুকঠাক করছে।

কিন্তু বাজারটা তো আর হারিয়ে যেতে পারে না। বরং বাজার দিন দিন আয়তনে বড় হয়। ওটা এখন চলে এসেছে ঐ পুকুরের ধারে, বড় রাস্তার দুপাশে এবং এই মুহূর্তে পুকুরের ঠিক বুকের ওপরে। 'বুকের ওপর' কারণ, করপোরেশনের রক্ষণাবেক্ষণের ধাঁচটা অনেকটা শেয়ালের কুমিরছানা প্রতিপালনের মতোই। শহরের যাবতীয় জঞ্জালে পুকুরের অর্ধেকটা অচিরেই ভরে যায়। এতে সরকার মশাইয়ের ছেলে হাইকোর্ট থেকে ইনজাংশান নিয়ে আসেন। ফলত, জঞ্জালের ট্রাকগুলোর যাতায়াত কমে আসে, মাঝে মাঝে অবশ্য এখনো দেখি সন্ধ্যার দিকে তাদের আনাগোনা।

ঐ জঞ্জালের ওপরেই আজ উঠে এসেছে মাছের বাজার এবং মূল বাজারের আরও কিছু অংশ। দিব্যি কেনা-বেচা চলেছে। জঞ্জাল থেকে কুকুরের দল দৌড়ে আসে মাছ বা মুরগির নাড়িভুঁড়ির লোভে। জঞ্জালে নিয়ে গিয়ে তা তারিয়ে তারিয়ে খায়। শুনতে পাই আঞ্চলিক কাউন্সিলারের পুত্রস্বয় প্রোমোটার। এ সব গুজবও হতে পারে। লোকজন এখন মোটামুটি অভ্যস্ত ঐ দুর্গন্ধের সঙ্গে। শুধু প্লেগের দিনগুলোতে আশেপাশের লোকরা জঞ্জালের মূষিকবর্গের উপর চটে গিয়ে কয়েকটাকে পুড়িয়ে মারলে— তা খবরের কাগজের রিপোর্ট হয়।

অ্যাবস্ট্রাকশনের মতো জাহাজী ব্যাপারে নিতান্তই আদার গল্পে পাঠক নিশ্চয়ই বিভ্রান্ত। এই প্রবন্ধের ক্ষুদ্র পরিসরে অ্যাবস্ট্রাকশনের চালচলন প্রসঙ্গে দু-চারটে মামুলি কথা বলতে চাই। আকাশকুসুমের স্বপ্ন যেমন একটি অধিকারের প্রশ্ন, তেমনি রাজনীতির ক্ষেত্রও বটে। উত্তর-ঔপনিবেশিকতার তত্ত্বচর্চাকে সামনে রেখে আকাশকুসুমের সঙ্গে ক্ষমতার প্রশ্ন কী— তা খতিয়ে দেখা যেতে পারে। প্রতিষ্ঠানবিরোধী জ্ঞানক্ষেত্রে ক্ষমতার বিক্ষেপ আর পাঁচটা জ্ঞানক্ষেত্রে ক্ষমতার বিক্ষেপের মতোই। এবং প্রত্যেক জ্ঞানক্ষেত্রের মতো এখানেও ক্ষমতার রূপ তার নিজস্বতা ও বৈশিষ্ট্যে হাজির। পাঠককে বলে রাখা ভাল এই লেখা আমার পরবর্তী কাজের ভূমিকা মাত্র। অর্থাৎ পাঠক কোনো বিস্তারিত বিশ্লেষণের আশা করবেন না। প্রবন্ধটি যদি কোনো তর্কের সূচনা করে তাহলেই আমি খুশি।

উত্তর-ঔপনিবেশিকতা-বিষয়ক লেখাপত্রে স্বনামধন্য হোমি ভাবা-র সাম্প্রতিক একটি প্রবন্ধের কতকগুলি অংশ নিচে উদ্ধৃত হল। অ্যাবস্ট্রাক্ট চিন্তায় ভাবা যে অত্যন্ত সুপটু উদ্ধৃতিগুলি তার পরিচয় বহন করে :

□ ২. Bhaba's Bhabna □

Homi Bhaba in his article : 'Freedom's basis in the Indeterminate' (October, 1994) has drawn out elegantly the lines of abstraction within which Postcolonial arguments operate. I quote liberally from his paper :

Postcolonial criticism bears witness to the unequal and uneven

forces of cultural representations involved in the contest for political and social authority within the modern world... Their critical revisions are formulated around issues of cultural difference, social authority and political discriminations in order to reveal the antagonistic and ambivalent moments within the "rationalizations" of modernity. To assimilate Habermas to our purposes, we could also argue that the postcolonial project, at its most general theoretical level, seeks to explore those social pathologies— "loss of meaning, conditions of anomie"— that no longer simply cluster around antagonistism, but break up into "widely scattered historical contingencies"...

This reconstitution requires a radical revision of the social temporality in which emergent histories may be written : the rearticulation of the "sign" in which cultural identities may be inscribed. And contingency as the *signifying sign* of counterhegemonic strategies is not a celebration of 'lack' or 'excess' or a self-perpetuating series of negative ontologies. Such indeterminism is the mark of the conflictual yet productive space in which the arbitrariness of the sign of cultural signification emerges within the regulated boundaries of social discourse....

Culture as a strategy is both transnational and translational. It is transnational because contemporary postcolonial discourses are rooted in specific histories of cultural displacement : in the "middle passage" of slavery and indenture ; in the "voyage out" of the colonialist civilizing mission ; in the fraught accommodation of postwar 'third world' migration to the West ; or in the traffic of economic and political refugees within and outside the Third World...

It has been my growing conviction that the encounters and negotiations of differential meanings and values within the governmental discourses and cultural practices that makes up 'colonial' textuality have enacted many of the problematics of signification and judgement that have become current in contemporary theory : aporia, ambivalence, indeterminacy...

How does the deconstruction of the sign, the emphasis on indeterminism in cultural and political judgements, transform our sense of the subject of culture and the historical agent of change ? If we contest the grand, continuist narratives, then what alternative temporalities do we create to articulate the contrapuntal (Said) or interruptive (Spivak) formations of race, gender, class and nation within a transnational world culture ?

□ ৩. ভাবা-র ভাবনা (বাংলা চুম্বক) □

হোমি ভাবা তাঁর এক প্রবন্ধে বিমূর্ততার চমৎকার লাইন টেনে এমন একটি ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছেন যেখানে উত্তর-ঔপনিবেশিক যুক্তিতর্ক ক্রিয়াশীল :

আধুনিক সময়ে উত্তর-ঔপনিবেশিক সমালোচনাদি পাঠে আমরা জানছি যে সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্তৃত্ব নির্বাচনে সংস্কৃতির একটা বিরাট ভূমিকা আছে— যে-ভূমিকা অসম ও অ-যথাযথ এবং খুলে দেখা যে আধুনিকতার 'যুক্তিবাদ' স্ব-বিরোধ ও অনিশ্চয়তায় পূর্ণ। হাবেরমাস-কে এই আলোচনায় টেনে এনে এমনও বলা চলে যে উত্তর-ঔপনিবেশিক ক্রিয়াকাণ্ড, সাধারণভাবে দেখলে, যা বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করে তা হল সামাজিক বিকারতত্ত্বের নানা রূপ— যেমন অর্থহীন জীবন, মূল্যবোধের বিলুপ্তি। এগুলি, সরলভাবে কোনো বিরোধাভিত্তিক কেন্দ্রকে ঘিরে সংগঠিত হয়নি, বরঞ্চ ইতিহাসের দূরদূরান্তে এলোমেলোভাবে ছিটিয়ে ছড়িয়ে আছে।

এগুলিকে একত্র করে নতুন ইতিহাস লিখতে হলে সামাজিক সমসাময়িকতার আপাদ-মস্তক নতুন বিবেচনা দরকার। সাংস্কৃতিক পরিচয়চিহ্নগুলির নব ভাষ্য দরকার।

সংস্কৃতিকে যদি কাজের ছক (স্ট্র্যাটেজি) হিসেবে গণ্য করি তবে দেখব এটি দেশসীমা অতিক্রমকারী এবং অনূদিত হতে পারে। অনূদিত হওয়ার তাৎপর্য এই যে সংস্কৃতির স্থানান্তরণের ইতিহাসেই আজকের উত্তর-ঔপনিবেশিক তর্কবিতর্কের শিকড় লুকিয়ে আছে : 'মধ্যপথবর্তী' দাস ও নরব্যবসার যুগ ; 'সমুদ্রপথে' বেরিয়ে-পড়া ঔপনিবেশিক সভ্যতার মিশন ; মহাযুদ্ধ-পরবর্তীকালে তৃতীয় বিশ্বের বিপদসঙ্কুল পশ্চিমাভিমুখী গমনপথ ; অথবা তৃতীয় বিশ্বের ভিতরে এবং বাইরে, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চাপে উদ্বাস্তু মানুষের যাত্রা…

কীভাবে এইসব চিহ্নগুলির ভাঙাভাঙি এবং সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক বিধানের অনিশ্চয়তার উপর জোর দেওয়ার ফলে, সংস্কৃতির বিষয় (সাবজেক্ট অফ কালচার) এবং পরিবর্তন সৃষ্টিকারী ঐতিহাসিক চরিত্রগুলি সম্পর্কে আমাদের ধ্যান-ধারণা পাল্টে গেল ? যদি আমরা বিশাল, বহমান এক ধারাভাষ্যকে সন্দেহ করি তাহলে আমরা কী ধরনের বিকল্প পার্থিব-জ্ঞান (টেম্পোরালিটি) তৈরি করব যা দিয়ে দেশসীমা অতিক্রমকারী জগতসংস্কৃতিতে গোষ্ঠী, জাতি, লিঙ্গ এবং শ্রেণীর বিষম-সমন্বয় (কনট্রাপাঙটাল : এডোয়ার্ড সাঈদ) বা বিঘ্নিত স্তরগুলি (গায়ত্রী স্পিভাক) বোঝা যাবে ?

□ ৪. মানস রায়ের ঐ বিষয়ে প্রতিক্রিয়া (মূল বাংলা) □

হোমি ভাবার রচনা থেকে নেওয়া এই উদ্ধৃতিগুলি উত্তর-ঔপনিবেশিক লেখার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলে ধরা যেতে পারে।

অথচ এখানে কালচারাল স্টাডিজ-এর যে-কক্ষপথ চিহ্নিত হয়েছে তাতে কি উদ্বাস্তু এলাকার ঐ নির্বাসিত পুকুর স্থান পাবে ?

যদি না পায় তাহলে কালচারাল স্টাডিজ-এর জ্ঞান-ক্ষমতার রাজনৈতিক স্বরূপ কী ?

উত্তর-ঔপনিবেশিকতাবাদীরা ঐ প্রায়লুপ্ত পুকুরের 'ঐতিহাসিক বর্তমান' (হিস্ট্রি অফ দ্য প্রেজেন্ট) রচনায় আগ্রহী হবেন না কারণ এখানে শুধু পশ্চিমী জ্ঞানদীপ্তির (এনলাইটেনমেন্ট-এর) সর্বগ্রাসী শিকারের কথা বলে দায় সারা শক্ত।

অন্যদিকে মার্ক্সিস্ট-রা এই পুকুর-হত্যাকে নিতান্তই সয়ে-যাওয়া অভিজ্ঞতা (লিভ্ড এক্সপিরিয়েন্স) বলে উপেক্ষা করবেন। উৎপাদনের চরিত্র-ব্যাখ্যা ও জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের তাগিদে ইতিহাসের এইসব মহান অভিযাত্রীরা পথের ধারে পড়ে-থাকা যা-কিছু তার দিকে না তাকানোই শ্রেয় মনে করবেন।

বিমূর্ত তার এমনই তীব্র প্যাশন !

অথচ এই সাদামাটা পুকুরকে নিয়েই লেখা যেতে পারে জমিদারী আমল থেকে প্রোমোটার-রাজের বংশলতিকা (জিনিওলজি)। অ্যাবস্ট্রাকশন-এর রাজকীয়তা, ইতিহাসের ঘটনাপটীয়সী (কনটিনজেন্ট) ঘাত-প্রতিঘাত, কতটা সহ্য করতে পারবে—তা অবশ্য অনুমানের ব্যাপার।

□ ৫. Theory in Crisis □

Caught between panoptic surveillance and carnivalesque libertarianism, cultural theory paradigm today faces nothing short of a crisis in the West. For an ex-colonial formation like India, this crisis is even more acute. Some of the reasons for this are : absence of any entrenched tradition of cultural theory, the rise of Hindu militant chauvinism as an alternative cultural identity movement ; the fall of Soviet Marxism that to some extent served as an inspiration for theory and policy thinking in India since the early 50s ; and the recent move towards an open-door liberalizing economic policy and the plunge into service and information sectors as a way of containing the prevailing crises of a bureaucratically nurtured, largely semi-feudal society. Partly as an attempt to work towards a new paradigm, the project proposes *to re-write the thesis of postcoloniality*.

If the burgeoning literature in this field is any indication, not only has postcoloniality gained access to academia with a remarkable degree of success in a rather short period of time, as a 'frame-work of sense' (to use a rather unfavorable expression), it has also emerged as a primary contester of European post-enlightenment rationality. Bent on deconstructing the concept and the authority of the 'West' and the assumed supremacy of the Western knowledge apparatus, postcoloniality has taken as its task the unveiling of the history of European colonialism as determining both the institutional conditions of knowledge as well as the terms of contemporary institutional practices. Here lies its undoubted relevance for cultural studies. Like postmodernism, it is both a new paradigm and if its claims of interstitial mode of operation are to be taken seriously, also the end of paradigmatic thinking. Unlike postmodernism (or at least some of its transatlantic versions), however, it tries to grapple with the problem of past and the profound obstacles that complicates such enterprise.

I, however, contend that there is a serious need to rewrite post-coloniality. This is because of its *first world agenda*, its *aestheticizing approach to culture*, its *specific deployment of history/histories* that at times tends to get precariously close to an originary mode of analysis, its neglect of *the question of government* and the virtual absence of any *policy axis*.

I plan to investigate, briefly, postcoloniality as an emerging form of disciplinarity, For the proposed re-writing, I intend to interrogate the field in terms of different thematics.

☐ ৫ ক. তত্ত্ব পড়েছে সমস্যায় (বাংলা চুম্বক) ☐

পশ্চিমে কালচারাল থিয়োরী-র তত্ত্বকাঠামো (প্যারাডাইম) আজ এক সমস্যার সম্মুখীন। একদিকে তাকে নজরে রেখেছে সদাজাগ্রত সর্বদৃশ্যনিরীক্ষণকারী চোখ এবং অপরদিকে টানছে সোভিয়েত মার্কসিজম-এর পতনের ফলে 'প্রমোদে ঢালিয়া দিনু মন'-গোছের উচ্ছ্বাসের স্রোত। ভারতবর্ষ, যা একটি উত্তর-ঔপনিবেশিক সংগঠন, সেখানে সমস্যা আরো জটিল। এর কয়েকটি কারণ হল

— দেশের মধ্যে দেশজ সাংস্কৃতিক তত্ত্ব-ঐতিহ্যের অভাব,

— মারমুখী হিন্দু মৌলবাদীদের একদেশদর্শিতাকে বিকল্প সাংস্কৃতিক চরিত্র হিসাবে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা,
— পাঁচ দশক ধরে যে সোভিয়েত মার্কসিজম অন্তত কিছুটা তাত্ত্বিক দিকনির্দেশের প্রেরণাসঞ্চার করেছিল— তার পতন,
— সম্প্রতিকালের মন্বন্তর অর্থনীতি, এবং
— আমলাতন্ত্র-শোভিত এক আধা-সামন্ত ভারতীয় সমাজের সমস্যাবলীকে ইনফরমেশন প্রযুক্তির ব্যবহারিক চাকচিক্য দিয়ে ঢেকে রাখার চেষ্টা।

আমাদের উদ্দেশ্য এক নতুন তত্ত্বকাঠামোর প্রস্তুতি।

অল্প সময়ের মধ্যেই উত্তর-ঔপনিবেশিক রচনাবলী আমাদের পাঠসূচীতে স্থান করে নিয়েছে। 'আবেগসংপৃক্ত নক্সা' হিসেবে দেখলে (কিছুটা বিরূপভাবে) এগুলি, অর্থাৎ উত্তর-ঔপনিবেশিক রচনাদি ইয়োরোপীয় উত্তর-জ্ঞানদীপ্তির (পোস্ট-এনলাইটেনমেন্ট-এর) যুক্তিবাদকে বা র‍্যাশনালিটিকে চ্যালেঞ্জ করছে। পশ্চিমের আধিপত্য এবং তথাকথিত পশ্চিমী জ্ঞানযন্ত্রের কলকব্জা খুলে দেওয়ার জন্য এবং সেই সঙ্গে তার কলোনিয়াল অতীতের সূত্রে জ্ঞানকে প্রাতিষ্ঠানিক করে তোলার চেষ্টা এবং আজকের জগতজোড়া প্রাতিষ্ঠানিক কর্মকাণ্ডের শর্তাদি কেবল পশ্চিম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে— এমন ধারণাকে উত্তর-ঔপনিবেশিকতাবাদ ধ্বংস করার জন্য বদ্ধপরিকর।

উত্তর-আধুনিকতার মতো উত্তর-ঔপনিবেশিকতাবাদও রন্ধ্রে রন্ধ্রে অনুপ্রবেশকারী এবং তার সেই প্রবেশের দাবিকে গুরুত্ব দিতে হয়। তার মতো এটি-ও এক নব তত্ত্বকাঠামোর এবং সেই সঙ্গে তত্ত্বকাঠামো-নির্ভর চিন্তারও অবলুপ্তি।

আমি অবশ্য বলব যে উত্তর-ঔপনিবেশিকতাবাদের পুনর্লিখন দরকার। বিভিন্ন দিক থেকে আমি এই পুনর্লিখনের চেষ্টাকে বিবেচনা করে দেখতে চাই।

□ ৬. Postcoloniality : of territories and strifes □

At the moment, there does not seem to be any agreement about what postcoloniality is, or even where it is. For Seid, the terrain of the postcolonial is resolutely global, engaged as he is in dismantling the 'science of imperialism'. For Spivak, of primary interests are the heterogeneity of colonial power, the complicity of opposition and the contradictory modes of address of colonialism that constitute an ambivalently positioned colonial subject. Fanon's politics (now somewhat dated) centres around the internalization and refraction of the colonizer's address, the denial of the right to subjectivity. Bhaba's concern is the impossibility of symmetrical antagonisms, [the spill-overs in 'self/other' constructs] and as such

his position is somewhat close to that of Spivak. For Dipesh Chakraborty, it is a matter of 'politics of despair' (valorized, no doubt). Openly narcissistic, it talks of the problems of having to navigate through history with tools and concepts obviously suspect.

One of the first targets of the project is to *map the terrain* of postcoloniality — its aims, resonances, methods of operation and internal contradictions. This is not in the spirit of a search for a *constituting essence*, the very approach that postcoloniality problematizes as 'eurocentric'. Since all ideological battles are not just about history but in and through history, the attempt to impose a rationally constructed, uniform calculus may result in massive fetishization. Instead, my attempt to map the territory is more in the spirit of interrogation with a set of specific targets. These are : its (alleged) first world character, it aesthetizing mold, its mode of deployment of past, its neglect of the question of governmentality and its lack of any policy orientation.

As mentioned earlier, part of my aim for mapping the terrain is to focus on the emerging forms of disciplinarity of this avowedly anti-disciplinary field of knowledge. Here discipline is viewed as the possibility condition, a principle of limitation — the ins and outs, the principles of inclusions and exclusions, as well as the set of vocabularies, the boundary work (intellectual eco-systems, as it has been termed), the infrastructural set-ups, journals, funds, and networks, etc.

☐ ৬ ক. উত্তর-ঔপনিবেশিকতাবাদ : সংঘর্ষ ও স্থানাঙ্ক নির্ণয় ☐

উত্তর-ঔপনিবেশিকতাবাদ বলতে কী বোঝায় বা কোথায় গেলে এর দেখা পাওয়া যাবে — এ-নিয়ে মতভেদ আছে। এডোয়ার্ড সাঈদের মতে উত্তর-ঔপনিবেশিক ক্ষেত্র অবশ্যই পৃথিবীব্যাপী কারণ তিনি যে-বিজ্ঞান উপনিবেশ তৈরি করে তাকে ভাঙতে চান। গায়ত্রী স্পিভাক-এর প্রধান লক্ষ্য হল ঔপনিবেশিক ক্ষমতার সংমিশ্রণ, বিরুদ্ধবাদীদের সেই মিশ্রণের সঙ্গে আঁতাত এবং ঔপনিবেশিকতার নানা ভঙ্গিতে কথা বলার ফলে উপনিবেশবাসীদের (কলোনিয়াল সাবজেক্ট-দের) অনিশ্চিত অবস্থা। ফ্রানজ ফ্যানন (কিছু পুরনো হয়ে গেলেও) জানতে চান কলোনাইজার বা উপনিবেশ

সৃষ্টিকারীদের ভাষা কীভাবে উপনিবেশবাসীরা আত্মস্থ করেছে এবং বাঁকিয়ে চুড়িয়ে নিয়েছে। তার ফলে, উপনিবেশবাসীরা বিচ্যুত হয়েছে তাদের স্বভাবজ চিন্তাপদ্ধতি থেকে। হোমি ভাবা বলছেন, 'একের বিরুদ্ধে এক' এই প্রতিসাম্যের (সিমেট্রিক্যাল) ঝগড়া অসম্ভব এবং স্ব/অপর (সেল্‌ফ/আদার) বিতর্কের পাত্র উপচে পড়ছে। একদিক থেকে দেখলে হোমি ভাবার বক্তব্য গায়ত্রী স্পিভাক-এর চিন্তার কাছাকাছি দাঁড়ায়। দীপেশ চক্রবর্তী বলছেন, উত্তর-ঔপনিবেশকতাবাদ এক 'অসহায়ের রাজনীতি' যাকে, নিঃসন্দেহে গৌরবান্বিত করা হয়েছে। খোলাখুলিভাবে বলতে হয়, তাঁর প্রস্তাব আত্মরতিমাত্র (নারসিসিস্‌টিক)। তিনি ইতিহাসচর্চায় ব্যবহৃত পুরনো ধারণা এবং কলাকৌশলকে সন্দেহ করছেন।

আমাদের প্রথমে দরকার উত্তর-ঔপনিবেশিকতার একটি মানচিত্র। আমরা চাই এর উদ্দেশ্য, এর ব্যঞ্জনা এবং এই সম্পর্কিত ক্রিয়াকলাপের পদ্ধতি ও আভ্যন্তরীণ বিরোধের খসড়া। এই দাবি কোনো মৌলিক নির্যাস (এসেন্স) খোঁজার আবেগ থেকে জন্ম নেয়নি। আমার এই মানচিত্র নির্মাণের প্রেরণার কারণ হল আমি কয়েকটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যবস্তুকে বিবেচনা করে দেখতে চাই। এগুলি হচ্ছে :

—উত্তর-ঔপনিবেশিকতাবাদের প্রথম-বিশ্ব চরিত্র,

—এর নান্দনিক ধাঁচ,

—অতীতকে এ কীভাবে বিন্যাস করে,

—সরকারী শাসনব্যবস্থাকে এর গবেষণায় না আনা,

—কোনো কার্যব্যবস্থার বা পলিসি-র দিকে এর না যাওয়া।

□ ৭. Interrogating Postcoloniality □

১. **First World Character :** The present agenda of postcoloniality is markedly first world in character, In its deployment of the concept-metaphor, core/periphery, and in its overwhelming concern with the politics of 'othering', its unspecified territorial and subject constituting project, postcoloniality targets as its space of operation the first world scenario of cultural politics. The inadvertent (?) result of this ballet of metropolitan ego rivalries (of which post-coloniality is a part, even if as an adversary) is the reduction of peoples of the periphery as faceless entities, helpless expectants of metropolitican cultural games, thus occluding historical particularities and markedly different positionalities as well as different programmes of population formations. What is especially debilitating is that much of postcolonial politics goes 'in the name of' the third world,

while precious little is offered even as translation devices or bridge-heads.

By portraying the Occident as a smooth and homogeneous totality, postcoloniality is trapped in a complicit relation with what it contests, ie., Orientalism— the fusion of historically antagonistic ideological grooves into an organic whole and the division of the world in the binary terms of nativism and modernity. In the case of postcoloniality, it takes the form of a nostalgic return to native ethos in the face of a corrupting, overriding modernism. The masquerading of this 'valorized nativism' is quite often accompanied with and justified by, strange as it may sound, a large-scale importation of Continental academic jargons (via the USA). The roots of such paradox lie squarely in the peculiar positioning of literary-critical production in our country and a cultivated obfuscation of the intricate and crucial mediations that connect cultural engagements with other societal processes, the choices and options at a particular point of history. As a matter of fact, postcolonial criticism's endeavour to retrieve the many bodies of history lost in the imperial glare of totality, its attempts to locate sources of rupture and resistance in the past goes very well with the mores of diasporic imagination. In fact, I argue, at the very heart of the postcolonial enterprise is the inscription of diaspora, defined as a process of reconstruction of identities based on assimilation, hybridization and resistance, a memory-work of cultural return. As a result, the history of present that postcoloniality writes and the present that one experiences in India seem to be on very different registers. Postcoloniality's Calcutta (Dipesh Chakraborty's Garbage essay as an instance, where the municipal corporation's failure to deal with the city's waste is made to look like a sign of protest against the metropolitan notion of cleanliness and celebrated as a possible inauguration of a different mode of aesthetics) is not the same Calcutta one experiences as its citizen.

The synchronic expansion of concerns that cultural studies has brought about in its wake— questions of gender, social categories,

locality, ecology, etc—and the corresponding emphasis on qualitative techniques, heuristic approach, multiple options, primacy of values and what has been described as 'the ordinary dimension of meaning' (de Chertieu) is no doubt welcome and have their own specificities and histories. These trends, however, need to be situated on the broader context of macro social changes— for instance, the failure of technocratic elites to garner support for economic growth which forced them to consider other groups even as the West's first blush of romance of living with 'others' in its own lands is fast fading out, the transition from a hierarchical fordist society to a corporatist order where networks conceal power relations, the reversal of roles between the public sector and private corporations (the former too keen to imbibe as its primary legitimation the 'efficiency-model' of the latter, which in its turn promotes the new ethos of community and horizontality in workplace and shapes itself as the administrator of social bonds and dispenser of public service benefits), the emergence of electronic public sphere that thrives on the principle of inclusion and lived experience unlike the preceding bourgeois public sphere that operated by keeping large constituencies outside its purview, and the sporadic eruption of 'micro resistances' to be read alongwith the new modes of surveillance that privilege "scattered, tactical and 'do-it-yourself' creativity".

২. **An Aestheticized Agenda :** Like much of cultural studies, postcoloniality's style of analysis lie deep in post-Kantian European aestheticism, particularly of the German variety, which in a nut-shell can be characterized as transforming political realities into occasions for moral critique and whose profundity simply under-estimates the mundane or 'worldly' nature of the governmental. Moving between a series of exemplary oppositions, postcolonial critique is characterized by perpetual dialogue, continual negotiations and transcendence of mundane politics in the form of cultivation of indeterminacy. This explains the unreachable character of its critique as well as its attempt to define the cultural question solely in terms of the question of symbolic production, its strategies of

intervention that take the form of textual insurrection, not very dissimilar to the 'semiotic terrorism' practiced by the high-priests of film theory in the early 70s.

One of the results of this exclusive focus on the *question of representation* (at the cost of social representation) is an undervaluation of the importance of the state. Admittedly, with the setting up, at national, regional and international levels, of new forms of organization of production and distribution better suited to global logic, and the corresponding rise of a new technocratic middle class, the nation-state faces new crises of legitimacy. But this need not be read as the withering away or even the weakening of the state apparatus. In fact, only a 'positive' understanding of the state leads us to such conclusion, since the state is, as it always has been, the site of power whose incessant transactions with civil society, and flexibility and mobility to engage in and partially incorporate economic and social contradictions is the key to its existence. The state does not have an interior that can wither away. The same applies to the various agendas of citizen formation, agendas that have their own traditions and trajectories and are at the same time open to myriad contingencies and imperatives of disparate kinds. This requires detailed micro-level analysis. From my perspective, something like 'cultivation of indeterminacy' can well be a technology of the self (and a quite valid one, at that) but as a strategy (that too a sole one) for understanding, engaging and working towards social change is not only inadequate but can also be politically profoundly disabling

৩. **Deployment of Past :** For Fanon, plunging into the chasm of the past is the condition and source of freedom. Partly as a move against such position, Spivak warns us against the nostalgia for lost origins as a basis for counter-hegemonic ideological productions. But by assigning an absolute power to hegemonic discourse in constituting and disarticulating the native, by reading ex-colonial subjectivity solely in terms of the nexus of colonial past and neo-colonial present, Spivak's too is a profoundly originary discourse. There is

no denying that western nations destroyed complex societies, instituted a mechanism of surplus appropriation and then wrote histories which placed the West at the pinnacle of civilization. Postcoloniality rejects Marxism's characteristic mode of foregrounding an escatological notion of history. Instead, it proposes to write the colonized back into history, to retrieve the value and dignity of a past transmogrified in Western representations, deconstruct colonialism's discursive field, show trace-routes of the valorized Western canons in the whole process of the creation, subjection and final appropriation of Europe's 'other'. However, with the process of decolonization now in its fifth decade and the internal rifts and rivalries of most excolonial countries assuming marked proportions, it is perhaps time to ask whether and to what extent a mangled past can well be an alibi for a worsening present. Framing the past could get fetishized into a knowledge of essence, a teleology of history.

৪. **Question of Government :** What provides energy to this teleological analysis is the age-old conflation of the vision of philosophy with the object of vision where the theorist acts as the exemplar of the moral self per excellence. By framing 'reflection into self' and 'reflection into other' as a dynamic unity, postcoloniality not only acquires a narcissistic tone, it writes the 'oppressed subject of the Third World' as an anthropological invariant. Indeed, postcoloniality's subject is not an empirical subject. Its onslaught on rationalism leaves little room for any consideration of how rationality is inscribed into systems of practices. In other words, the question of government is not one of postcoloniality's concerns— the shifting ambitions and concerns of all those social authorities that seek to administer lives and associations, the *ensemble* formed by institutions, procedures, analyses and reflections, the series of finalities that work together (even if in a contradictory mode) towards population-formation, the ever-porous borderline between the private and the public. As such postcoloniality has very little to offer in terms of explaining specificities of particular

social conflicts or the *real* changes in power-matrix after colonialism.

৫. **Policy Consideration :** If the writings of Gayatri Spivak, Homi Bhaba and Dipesh Chakravorty are any indication, one can conclude that the more ineffectual, the more abstract and global its target, the more vehement is the tone of postcolonial critique. Our project, however, is committed to the changing shape of the thinkable and hence is primarily interested in locating potential transformations inscribed in what is actually existing. In other works, we privilege the programmatic character of social research. Policy choice is not an either/or game as is often supposed, but an engagement with intricate webs and specific contexts of social reality which we define as a practice of politics and which is where our project situates itself :

৬. **Conclusion : towards a new ethics of social life :**

In conclusion, I ponder on the possibility of privileging such ethical traits as rhetoric, manners and self-empowerment, traditionally associated in the European context with pre-Enlightenment and opposed to modern Enlightenment humanism's notion of will-to-perfection in the form of ideals of self-transcendence. Due to their common Kantian heritage, both Marxism and postcoloniality subscribe, I contend, to the notion of ethics as a matter of principled positions, values and ideals, a perfect state of affairs (in Marxism, a possible future time to be achieved by historical collectivity whose utopic expression is 'not yet', while in the case of postcoloniality, a form of nostalgic aspiration), a transcendent condition that can provide a measure of world's shortcomings. If Enlightenment makes exceptions to general rule and sponsors a universalist nature of ethics, pre-Enlightenment makes inclusions for limited purposes and prefers specific constituencies like woman, warrior, scholar, etc. I am by no means suggesting that pre-Enlightenment ethics is free of problems. Its cult of virility, aristocratic privilege, divine command are some such negative instances. What I however find interesting is its emphasis on habit-formation, on various deportments (ways of

conducting oneself) and the consequent framing of ethics as a de-ontologised realm, in sharp contrast to the Kantian conception of a form-giving intellect and sense-giving feelings. In other words, the importance it gives to qualities and traits that we now conventionally characterize as 'superficial' (as against self-founding ethical goals that are profound by definition) is what interests me in this area.

This is an attempt to re-negotiate (and not to reject) the Enlightenment ideals by bringing back some of the concerns of the renaissance. Needless to mention, I am as yet rather speculative realizing all to well that for an ethical agenda to be successful one needs to discover resonances in the local cultural histories and locate strategies in a fastly changing global milieu. I, however, do see reasons to make a beginning. The writings of Mauss, Elias, Foucault, Hadot, Donzelot, the recent reinterpretations of Weber (particularly by Wilhelm Hennis), and a whole host of contemporary literature, especially of post-Foucaultian variety (Colin Gordon, Ian Hunter, Jeff Minson to name a few, and the *Economy and Society* collective in general) serve as the the theoretical forecourt for a new departure.

☐ ৭ ক. উত্তর-ঔপনিবেশিকতাবাদকে জেরা ☐

১. প্রথম-বিশ্ব চরিত্র :

বর্তমানকালে উত্তর ঔপনিবেশিকতাবাদের চরিত্রে স্পষ্টতই প্রথম-বিশ্বের ছাপ আছে। রূপ/রূপক, কেন্দ্র/সীমান্ত, 'অপর' সৃষ্টিকারী (আদারিং) কূটনীতি, বিষয় এবং অঞ্চল নির্ধারণ নিয়ে অনির্দিষ্ট কর্মপন্থা— প্রথম-বিশ্ব নির্মিত সাংস্কৃতিক রাজনীতির চিত্রনাট্যে উত্তর-ঔপনিবেশিকতাবাদ যেন এগুলিই সাজাতে গোছাতে ব্যস্ত।

ফলে, অনিচ্ছাকৃতভাবে (?), প্রথম-বিশ্বে, নিজেদের মধ্যে এক অহং-এর লড়াইয়ে (উত্তর-ঔপনিবেশিকতাবাদ যার একটা বিষয়) সীমান্তে বসবাসকারী মানুষজন যেন পরিচয়হীন খেলার পুতুলে পরিণত হয়েছে। ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর স্বাতন্ত্র্য এবং স্বভূমি বিচার ও সেই সঙ্গে জনগোষ্ঠী নির্মাণের নানা কার্যক্রম সেজন্য আজ অস্পষ্ট। দুঃখের কথা এই যে উত্তর-ঔপনিবেশিকতাবাদের প্রথম-বিশ্ব রাজনীতি 'তৃতীয়-বিশ্ব'-এর নামেই চলে আসছে এবং দায়িত্ব হস্তান্তরণ বা সেতু নির্মাণের কোনো প্রচেষ্টা দেখা যাচ্ছে না।

পাশ্চাত্য জগতকে এক মসৃণ, গোলালো চরিত্র দান ক'রে, তার বিপরীতে প্রাচীকে (ওরিয়েন্টালিজম) খাড়া করেছে উত্তর-ঔপনিবেশিকতাবাদ। ফলে, পৃথিবী আধুনিক ও আদিম এই দুই ক্ষেত্রে ভাগ হয়েছে এবং বিকৃত ও বাতিল আধুনিকতাকে পরিত্যাগ করে উত্তর-ঔপনিবেশিকতাবাদ স্মৃতিমেদুর আদি সত্তায় ফিরে যেতে চাইছে। উত্তর-ঔপনিবেশিকতাবাদ চর্চার কেন্দ্রে মুদ্রিত আছে, আমি বলতে চাই, ছিন্নমূল মানুষের আত্মপুনর্গঠনের চেষ্টাচিহ্ন— যা অঙ্গীভূতকরণ—, মিশ্রণ— ও বাধাদানের সমন্বয়; যেন স্মৃতিপথ ধরে এক সাংস্কৃতিক প্রত্যাবর্তনের চেষ্টা।

ফলে, উত্তর-ঔপনিবেশিকতাবাদ যে-বর্তমানের ইতিহাস লিখছে এবং ভারতবর্ষে আমরা যে-বর্তমানকে চাক্ষুষ করি— তাদের হিসেবের খাতা আলাদা।

কালচারাল স্টাডিজ পাঠে আমরা লক্ষ করছি কয়েকটি প্রসঙ্গের সম লয়ে বিস্তার— সাংস্কৃতিক শ্রেণীবিচার, নারী-পুরুষ (জেন্ডার) সমস্যা, স্থানাঙ্কনির্ণয়, পরিবেশচিন্তা, ইত্যাদি। সেই সঙ্গে গুণগত মান নির্ধারণের পদ্ধতির উপর অধিক গুরুত্বদান, অনুসন্ধানী-প্রবৃত্তির বিকাশ, যত মত তত পথ-এর নির্দেশ, মূল্যবোধের প্রাধান্য এবং যাকে বলা যায় 'তাৎপর্যের সাধারণ দিক' ভেবে দেখার প্রবণতা ইত্যাদি কর্মের নিজ নিজ ইতিহাস এবং স্বতন্ত্র চরিত্র নিয়ে আবির্ভাব অবশ্যই শুভ।

২. এক নন্দনায়িত বিষয়সূচী ঃ

ইমানুয়েল কান্ট-এর পরবর্তীকালে ইয়োরোপে, বিশেষত জার্মানীতে, যে-নন্দনচর্চার বিস্তার ঘটেছিল, তারই ভিতর নিহিত আছে উত্তর-ঔপনিবেশিকতাবাদের বিশ্লেষণ-ভঙ্গি। কালচারাল স্টাডিজ-এও অনেকটা তাই, সংক্ষেপে বলা যায় রাজনৈতিক বাস্তবতাকে এক গভীর নীতিমূলক বিচারের মুখোমুখি দাঁড় করানো এর উদ্দেশ্য। এই গভীরতা আমাদের দৈনন্দিন ভাত-কাপড়ের সমস্যাকে, অর্থাৎ শাসন-পোষণের প্রশ্নকে (যাকে বলা চলে 'গভর্নমেন্টাল') অবহেলা করে। ফলে, এক অনিশ্চিতি-চর্চার অনুশীলন ঘটছে এবং সে-বাছবিচারের কাছাকাছি যাওয়া যাচ্ছে না। কেবল সাংস্কৃতিক প্রশ্নকে কিছু প্রতীকবিন্যাসে রূপ দেওয়া হচ্ছে মাত্র। রূপান্বিত করার উপর এই জোর দেওয়ার ফলে, রাষ্ট্রবিষয়ে আমরা কম গুরুত্ব দিচ্ছি। একথা অবশ্য মানতে হয় যে আন্তর্জাতিক, জাতিক ও স্থানীয় স্তরে, বিশ্বব্যাপী পরিবর্তনের সঙ্গে তাল রেখে, আধুনিক বহু প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি হচ্ছে। এবং সেই সঙ্গে দেখছি এক প্রযুক্তিপ্রিয় মধ্যবিত্তের উত্থান। পাশাপাশি এ-ও লক্ষ করছি যে বৈধতার ক্ষেত্রে, বা 'লেজিটিমেসি'-র প্রশ্নে, জাতি-রাষ্ট্র (নেশন-স্টেট) নতুন নতুন সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। তার অর্থ এই নয় যে রাষ্ট্রযন্ত্রের ক্ষমতা লোপ পেয়েছে অথবা কমে আসছে। রাষ্ট্র, আগের মতোই, কেন্দ্রীভূত ক্ষমতা। এর কোরক ঝরে যাওয়ার নয়। তাই এসব টানাপোড়েন বোঝার জন্য চাই চুলচেরা বিশ্লেষণ। আমার দিক থেকে শুধু এটুকু বলতে পারি যে অনিশ্চিতি-চর্চা হয়তো এক ধরনের আত্মিক প্রযুক্তি (টেকনলজি অফ দি

সেলফ) এবং তার হয়তো যথেষ্ট সমর্থন আছে। কিন্তু কর্মপন্থা হিসেবে তাকে গ্রহণ করলে সমাজকে বোঝা এবং সমাজ-পরিবর্তনের চেষ্টা পণ্ডশ্রমে পরিণত হবে।

৩. **অতীতকে কাজে লাগানো :**

ফ্রানজ ফ্যানন-এর মতে অতীতের গহ্বরে ঝাঁপ দেওয়ার মধ্যেই আছে মুক্তির শর্ত ও উৎস। এই মানসিকতার বিরুদ্ধে আমাদের সাবধান করে দিয়ে গায়ত্রী স্পিভাক জানাচ্ছেন যে হত অতীতের প্রতি আকর্ষণের ফলে, আমরা, রাষ্ট্রের পরস্পর লড়াইয়ের আদর্শকে জোরদার করছি। একথা অনস্বীকার্য যে পশ্চিমী জাতি অনেক বহুমাত্রিক সমাজব্যবস্থাকে ধ্বংস করেছে, মুনাফা লোটার নানা কৌশল তৈরি করেছে এবং উত্তর-কালে এমন এক ইতিহাস রচনা করেছে যেখানে পশ্চিমী সভ্যতাকেই শ্রেষ্ঠ কীর্তি বলে অভিহিত করা হচ্ছে। মার্কসিজমও চিরাচরিত ইতিহাসকেই শেষ কথা বলে মাথায় তুলেছে। কিন্তু উত্তর ঔপনিবেশিকতাবাদ, তাকে অগ্রাহ্য করে, উপনিবেশের লোকদের ইতিহাসে পুনর্লিখিত করার চেষ্টা করছে। কিন্তু ঔপনিবেশিক শৃঙ্খলমোচনের প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার পাঁচ দশক পরেও আমরা দেখছি নতুন দেশগুলির মধ্যে আভ্যন্তরীণ গোলযোগ এবং পরস্পরের যুদ্ধবিগ্রহ। সুতরাং এমন প্রশ্ন হয়তো তোলা যেতে পারে যে আজকের এ-অবনতির জন্য আমাদের বিক্ষত অতীত কতটা দায়ী। অতীতকে নিয়ে বেশি মাথা ঘামালে আমাদের কাজ এক ধরনের নির্ষাস আহরণকারী বস্তুকাম বা 'ফেটিশ'-এ পর্যবসিত হবে যা তথাকথিত ইতিহাসচর্চার চূড়ান্ত লক্ষ্য।

৪. **সরকার (গভর্নমেন্ট) বিষয়ক প্রশ্ন :**

যুগ যুগ ধরে দার্শনিকের দৃষ্টি এবং দৃশ্যবস্তুর মিশ্রণের ফলে—যেখানে তাত্ত্বিক নিজেই এক চরম নীতিবাগীশতার উদাহরণ— ইতিহাসের চূড়ান্ত লক্ষ্য (টেলিওলজি) বিশ্লেষিত হওয়ার শক্তি উৎপাদিত হয়। 'নিজের মধ্যে প্রতিফলন' এবং অপরের মধ্যে প্রতিফলন'-এর ক্ষমতাশালী সমন্বয়ের ফলে উত্তর-ঔপনিবেশিকতাবাদ শুধু যে এক আত্মরতিপ্রবণ (নারসিসিসটিক) দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করেছে তাই নয়, সে 'তৃতীয় বিশ্বের অত্যাচারিত জনগণকে' নৃতাত্ত্বিক এককে পরিণত করেছে। বস্তুত, উত্তর-ঔপনিবেশিকতাবাদের বিষয় কোনো 'এম্‌পিরিক্যাল' বা তথ্যানুশ্রয়ী গবেষণা নয়। তৃতীয় বিশ্বের জনগণের ব্যবহারবিধিতে যুক্তিবাদ বা 'র‍্যাশনালিটি' কীভাবে উৎকীর্ণ হয়ে আছে তা দেখার তার সময় নেই কেননা উত্তর-ঔপনিবেশিকতাবাদ শুরুতেই যুক্তিবাদকে খারিজ করেছে। অর্থাৎ, সরকার-বিষয়ক প্রশ্ন নিয়ে উত্তর-ঔপনিবেশিকতা চর্চাকারীরা ভাবিত নন। ফলে, কোনো সামাজিক বিরোধকে ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে, অথবা ঔপনিবেশিক যুগ শেষ হওয়ার পর যে নতুন ক্ষমতাপুঞ্জের 'নেটওয়ার্ক' তৈরি হল, সেসব বিষয়ে উত্তর-ঔপনিবেশিকতাবাদের তেমন কিছু বলার নেই।

৫. **নীতি নির্ধারণ :**

গায়ত্রী স্পিভাক, হোমি ভাবা এবং দীপেশ চক্রবর্তী পাঠান্তে একজন এই সিদ্ধান্তে

পেঁছাতে পারে যে এঁদের রচনার লক্ষ্য যত বিমূর্ত, যত বিশ্বব্যাপক, যত অকার্যকর— ততই উচ্চগ্রামে বাঁধা এঁদের উত্তর-ঔপনিবেশিকতাবাদের ভাষা। আমার কর্মপন্থা (প্রোজেক্ট) অবশ্য যা-চিন্তনীয় (থিঙ্কেবল) তার পরিবর্তনশীল গঠনকে ঘিরেই তৈরি হয়েছে। সুতরাং, যা আজ চোখের সামনে দেখছি তার মধ্যে যে যে সম্ভাব্য পরিবর্তনের চিহ্নসমূহ লিখিত আছে সেগুলির অনুধাবনই প্রথমত প্রয়োজন।

নীতি নির্ধারণ বা 'পলিসি চয়েস'কে প্রায়শ ভুল করে হয়/নয় (ঈদার / অর) খেলা ভাবা হয়ে থাকে। কিন্তু উক্ত নির্ধারণ আসলে এক জটিল সামাজিক জাল ও বাস্তব ক্ষেত্রবিশেষের সঙ্গে বোঝাপড়া। এই হল রাজনীতি এবং সেখানেই আমাদের 'প্রোজেক্ট'-এর অবস্থিতি।

৬. উপসংহার : সামাজিক জীবনে এক নবনৈতিকতার দিকে যাত্রা :

আলঙ্কারিকতা (রেটরিক), রীতিনীতি এবং আত্মশক্তি সৃজন— এই ছিল জ্ঞানদীপ্তিপূর্ব (প্রি-এনলাইটেনমেন্ট) ইয়োরোপের নৈতিক চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। এদের আজ পুনঃপ্রতিষ্ঠার কোনো সম্ভাবনা আছে কি? এর বিরোধী হল উত্তর-জ্ঞানদীপ্তি পর্বের (পোস্ট-এনলাইটেনমেন্ট) মানবতাবাদ— যাকে চালিত করে নিখুঁত দক্ষতার অভিলাষ এবং যার আকাঙ্ক্ষা আত্ম-অতিক্রমণে (সেলফ-ট্রানসেনডেনস-এ) প্রকাশ পায়।

আমার বক্তব্য এই যে মার্কসিজম ও উত্তর-ঔপনিবেশিকতাবাদ দুইয়েরই ঐতিহ্য এক —কান্ট-দর্শন। সেজন্য, আমার ধারণা, উভয়েই নৈতিকতার জন্য এক নিয়মাবদ্ধ স্থান, মূল্য ও আদর্শ নির্ধারণ করেছে। যেন এক ত্রুটিবিচ্যুতিহীন ক্রিয়াকাণ্ড সংঘটিত হচ্ছে। মার্কসিজম-এর ক্ষেত্রে আছে এক সুসময়ের স্বপ্ন যা ঐতিহাসিক সমবায়ের ফলে বাস্তব হয়ে উঠবে, কিন্তু 'এখনই নয়'; অপরদিকে উত্তর-ঔপনিবেশিকতার বক্তব্য হল সুসময় ছিল অতীতে। এই তুরীয় (ট্রানসেন্ডেন্ট) অবস্থান আজকের পৃথিবীর দুঃখদুর্দশাকে মাপতে সাহায্য করবে।

জ্ঞানদীপ্তি যদি নৈতিকতার এক বিশ্বব্যাপী (ইউনিভারসাল) রূপকে সমর্থন জানিয়ে থাকে, পূর্ব-জ্ঞানদীপ্তি সেক্ষেত্রে নৈতিকতার জন্য এক সীমাবদ্ধ উদ্দেশ্য এবং বিশেষ বিশেষ মানুষকে লক্ষ্যবস্তু করেছে— যেমন নারী, যোদ্ধা, পণ্ডিত প্রমুখ। তার মানে এই নয় যে পূর্ব-জ্ঞানদীপ্তির নৈতিকতা সমস্যাবর্জিত ছিল। এর অভিজাতকে সুবিধাদান, বীরপূজা, ঐশ্বরিক নির্দেশপালন ইত্যাদি নঙর্থক দিক আছে। কিন্তু যা আমার উৎসাহ উদ্রেক করে তা হল পূর্ব-জ্ঞানদীপ্তি স্বভাবসৃষ্টির উপর বিশেষ জোর দেয়। ফলে ব্যবহারিক জীবনের সঙ্গে নৈতিকতার ওতপ্রোত সম্পর্ক থাকে— যা কোনো তত্ত্বনির্ধারিত, জ্ঞাননির্দেশিত অনুশাসন নয়। অপরদিকে স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে, 'কান্ট' মতাবলম্বনে বুদ্ধি তৈরি করে আধার এবং সংবেদনশীলতা দান করে চেতনাবোধ।

আমার এই চেষ্টার উদ্দেশ্য জ্ঞানদীপ্তিকে ছোট করে দেখা নয়। সেই সঙ্গে আমি ফিরিয়ে আনতে চাই 'রেনেশাঁস'-এর যুগের চিন্তাভাবনাকে। আমি ভুলে যাইনি যে আমার নীতিনর্ভর প্রস্তাব তখনই বাস্তবায়িত হবে যখন স্থানীয় সংস্কৃতির ইতিহাসের অভ্যন্তরে সে এক অনুরণন শুনতে পাবে এবং দ্রুত পরিবর্তনশীল জগতে নিজ কর্মকাণ্ডের সঠিক স্থানাঙ্ক নির্ণয় করতে পারবে। একালের অনেক চিন্তাবিদদের রচনা (নামগুলি ইংরেজি লেখায় আছে), সমসাময়িক গবেষণাদি এবং সমাজ ও অর্থনীতি যে সমবায়িকা তৈরি করেছে— তাই হবে আমার যাত্রারম্ভের তাত্ত্বিক ক্ষেত্র ॥ □